বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

প্রকাশক: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

প্রকাশকাল: ০৯ অক্টোবর ২০২৪

পরিচালক আফসানা বেগম কর্তৃক গ্রন্থভবন ৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

যোগাযোগ:

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ২২৩৩৮৫৭৪৩, ২২৩৩৫০৫৮২; ফ্যাক্স: ২২৩৩৫২২১১
E-mail: office@jgk.gov.bd
web: www.jgk.gov.bd

মুখবন্ধ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রকাশিত হলো। এ প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রন্থকেন্দ্রের বিগত অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রাসঙ্গিক তথ্যের চাহিদা এতে পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসনসহ যারা নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন -এ সুযোগে তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবার জন্য শুভ কামনা।

আফসানা বেগম
পরিচালক
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচিতি	৫
২.	পটভূমি	৬
৩.	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৬
৪.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬
৫.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যাবলী	৬
৬.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জনবল	৭
৭.	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি	৮
৮.	বিভাগ/ জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন	৯
৯.	বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তি	১৩
১০.	বেসরকারি গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুদান প্রদান	১৩
১১.	পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেদনকারী গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান	১৩
১২.	দিবস উদযাপন ও আলোচনা সভা/ সেমিনার আয়োজন	১৩
১৩.	জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন	২০
১৪.	বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	২০
১৫.	আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ	২১
১৬.	গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম	২৩
১৭.	জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবসে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন	২৪
১৮.	অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ	২৪
১৯.	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক গ্রন্থাপাঠ কার্যক্রম	২৫
২০.	বরেণ্য কবি/সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন	২৬
২১.	জাতীয়ভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম	২৭
২২.	ত্রৈমাসিক ‘বই’ পত্রিকা প্রকাশ	২৯
২৩.	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা	৩০

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচিতি

পটভূমি

'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৬০ সালে। গ্রন্থের উন্নয়ন ও প্রসারকে সামনে রেখে ১৯৬০ সালে ইউনেস্কোর সার্বিক সহযোগিতায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনবলে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই শাখা হিসেবে ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার' নামে । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ'। ১৯৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৭ নং আইনবলে 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন, ১৯৯৫' গৃহীত হয়। তখন প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র'। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ (সতের) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা বিষয়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিচালক।

রূপকল্প

গ্রন্থমনস্ক আলোকিত মানুষ

অভিলক্ষ্য

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দেশজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির আলোকিত সমাজ গঠন।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. জ্ঞান ও মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনে গ্রন্থ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করা;
২. সাহিত্যমনস্ক ও জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি ও সমাজ গঠন করা;
৩. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেসরকারীভাবে গ্রন্থাগার স্থাপনে জনসাধারনকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা;
৪. বেসরকারী গ্রন্থাগারের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা;
৫. লেখক, কবি ও সাহিত্যিককে তার সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ও প্রসার ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করা;
৬. পুস্তক বা গ্রন্থের প্রকাশ, প্রকাশনা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা;
৭. বইমেলাকে দেশ ও দেশের বাইরে সর্বস্তরের জনসাধারনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া;
৮. সর্বসাধারনের মধ্যে লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও তাদের প্রকাশিত পুস্তক বা গ্রন্থের পরিচিতি বাড়ানো;
৯. জনসাধারনকে গ্রন্থ পাঠে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যাবলী

১. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সৃজনশীল প্রকাশনাকে উৎসাহিতকরণ ও পাঠক সৃষ্টি করা।
২. গ্রন্থন্নোয়নে পাঠ সামগ্রীর উপর গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করা।
৩. বই বা গ্রন্থ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা ও তৎসম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
৪. আন্তর্জাতিক/বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করা।
৫. গ্রন্থাগার সেবার মান উন্নয়ন ও জনসাধারণের মধ্যে পাঠ সচেতনতা সৃষ্টি করা।
৬. বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে আর্থিক অনুদান ও বই প্রদান করা।
৭. বেসরকারি গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৮. গ্রন্থবিষয়ক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার/মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা।
৯. ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বই' প্রকাশ করা।
১০. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষ দিবস উদযাপনের আয়োজন করা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জনবল

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য মোট ৭৮টি অনুমোদিত পদ নিয়ে সংস্থার জনবল কাঠামোকে পরিচালকের দপ্তর উপপরিচালকের দপ্তর গ্রন্থাগারিকের দপ্তর ও গ্রন্থাগার শাখা, প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও তথ্যপ্রযুক্তি শাখা, প্রচার প্রকাশনা ও ম্যাগাজিন শাখা, বিক্রয় উন্নয়ন, প্রদর্শনী ও অনুদান শাখা এবং বইমেলা, বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তিকরণ ও পরিদর্শন শাখাসহ মোট ৯টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে।

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
পরিচালক	১	১	-
উপপরিচালক	১	-	১
গ্রন্থাগারিক	১	১	-
প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	১	-	১
সহকারী পরিচালক	৩	১	২
উপগ্রন্থাগারিক	১	১	-
ফিল্ড অফিসার	১	১	-
বিবলিওগ্রাফী অফিসার	১	১	-
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	-	১
গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	-
প্রকাশনা কর্মকর্তা	১	-	১
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
বিক্রয় উন্নয়ন কর্মকর্তা	১	১	-
সহকারী গ্রন্থাগারিক	২	১	১
কেয়ারটেকার	১	-	১
প্রদর্শনী সহকারী	১	-	১
কোর্স সেক্রেটারী	১	১	-
হিসাবরক্ষক	২	২	-
সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১	১	-
অভ্যর্থনাকারী	২	২	-
ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-
গবেষণা সহকারী	১	১	-
লাইব্রেরিয়ান	১	-	১
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
উচ্চমান সহকারী	৩	১	২
প্রুফ রিডার	১	১	-
ক্যাশিয়ার	১	১	০
স্টোর কিপার	১	-	১
ড্রাইভার	৩	-	৩
বিক্রয় সহকারী	৩	১	২
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রক্ষরিক	৮	৪	৪
ফটোকপি অপারেটর	১	১	-
বুক সর্টার	২	-	২
পাঠাগার পরিচারক	৪	৩	১
লাইব্রেরি এ্যাটেনডেন্ট	১	১ (আউটসোর্সিং)	-
অফিস সহায়ক	৮	৭	১
হেলপার	১	-	১
নিরাপত্তা প্রহরী	৯	৯ (২জন আউটসোর্সিং)	-
মালী	১	-	১
পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২	২ (১জন আউটসোর্সিং)	-
সর্বমোট	৭৮	৫০	২৮

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন:

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায় বিভাগীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি বইমেলার আয়োজন করা হয়।

একনজরে বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩-২০২৪

বিভাগীয় বইমেলার নাম	স্থান	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩	রাজশাহী কলেজ মাঠ	৯-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩	৫৮টি
ময়মনসিংহ বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩	ময়মনসিংহ টাউন হল মাঠ	২২-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩	৬০টি
ঢাকা বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩	বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ	৭-১৪ অক্টোবর ২০২৩	৭৫টি
চট্টগ্রাম বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩	মিউনিসিপ্যাল স্কুল মাঠ	১৪-২০ অক্টোবর ২০২৩	৬৪টি
খুলনা বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩	খুলনা বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার মাঠ	২৮ অক্টোবর-৪ নভেম্বর ২০২৩	৫০টি
বরিশাল বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩	বঙ্গবন্ধু উদ্যান	০৮-১৪ নভেম্বর ২০২৩	৪৫টি
সিলেট বিভাগীয় বইমেলা ২০২৪	সিলেট জিমনেশিয়াম মাঠ	২৮ এপ্রিল-৪ মে ২০২৪	৫৫টি
রংপুর বিভাগীয় বইমেলা ২০২৪	রংপুর টাউন হল মাঠ	১১-১৬ মে ২০২৪	৫০টি

রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর

ময়মনসিংহ বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বেলুন উড়িয়ে ঢাকা বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩ উদ্বোধন করছেন অতিথিবৃন্দ।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩-এর উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের
সচিব জনাব খলিল আহমদসহ অতিথিবৃন্দ

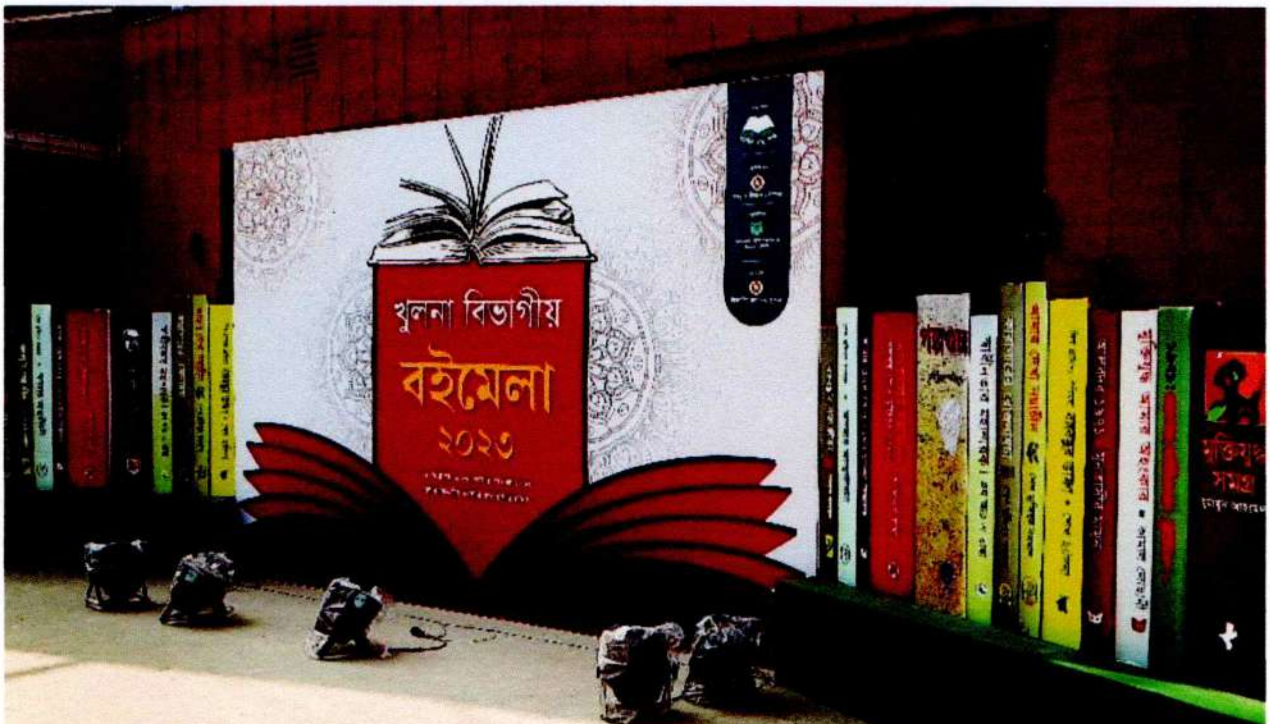

খুলনা বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩-এর মেলা প্রাঙ্গণে ফটো কর্ণার

বরিশাল বিভাগীয় বইমেলা ২০২৩-এর উদ্বোধন করছেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ শওকত আলী,
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক জনাব মিনার মনসুর ও অতিথিবৃন্দ

সিলেট বিভাগীয় বইমেলা ২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন স্থানীয় শিশুরা

রংপুর বিভাগীয় বইমেলা ২০২৪ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব
জনাব নাফরিজা শ্যামা ও বিভাগীয় কমিশনারসহ অতিথিবৃন্দ

বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তি: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে সৃজনশীল বইয়ের পাঠক সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রন্থমনস্ক একটি জাতি তৈরির লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারি গ্রন্থাগারের কাছ থেকে ৫৬টি আবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই শেষে আবেদনের ৯০% নিষ্পত্তি করা হয়।

বেসরকারি গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুদান প্রদান: দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা পাঠকদের জন্য গ্রন্থপাঠের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন ও নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে গ্রন্থ সরবরাহ করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বেসরকারি ৯২৩টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে ৫ কোটি ২১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে রয়েছে ৫০% মূল্যমানের বই এবং ৫০% অর্থ। বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৬০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ইএফটি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গ্রন্থাগারের একাউন্ট নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থের সমপরিমাণ বই সরবরাহ করা হয়েছে।

পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেদনকারী গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থ-সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক অনুদানের বাইরে থাকা আগ্রহী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে বই সহায়তা প্রদান করে থাকে। এটি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএভুক্ত একটি নিয়মিত কার্যক্রম। চলতি অর্থবছরে ১১০টি প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের গ্রন্থ-সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

দিবস উদযাপন ও আলোচনা সভা/ সেমিনার আয়োজন: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস, আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস, জাতীয় দিবস ও গুরত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে আলোচনা সভা/সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। আয়োজিত সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো একটি বইবান্ধব সমাজ গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে লেখক, পাঠক, বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা, সমন্বিতভাবে পাঠক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট দশ (১০) টি আলোচনা সভা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলার বাংলাদেশ দিবসে 'সংযোগের সেতুবন্ধন: সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার, ঢাকা বিভাগীয় বইমেলায় 'মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও সোনার বাংলার স্বপ্নযাত্রা' শীর্ষক সেমিনার, চট্টগ্রামে পুঁথিবিশারদ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মরণে আলোচনা সভা, বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি, কবি জীবনানন্দ দাশের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে আবৃত্তি কার্যক্রম, সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মরণে বেরাইদ গণপাঠাগারে আলোচনা সভা, জামালপুরে কবি হাসান হাফিজুর রহমান স্মরণে 'কবি ও কর্মী হাসান হাফিজুর রহমান' শীর্ষক আলোচনা সভা, কালজয়ী কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ স্মরণে ঢাকার মিরপুরে 'লালসালু' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'সুলতানা'স ড্রিম'-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্তি অর্জন ও উদ্যাপন, সাহিত্যিক আবুল ফজল স্মরণে 'মৃতের আত্মহত্যা' গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে 'বইবান্ধব সমাজ গঠনে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবসে বিশেষ কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে।

কলকাতা বইমেলায় 'সংযোগের সেতুবন্ধন: সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে
মূল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

জীবনানন্দ দাশ স্মরণে ২৩ মে ২০২৪ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী পাঠক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্বাধীনতা দিবস ২০২৪ উদযাপন ও কবি শামসুর রাহমান স্মরণে আয়োজিত স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী পাঠক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

সাহিত্যিক আবুল ফজল স্মরণে ২ জুন ২০২৪ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত
গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী পাঠক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

জামালপুরে কবি ও কর্মী হাসান হাফিজুর রহমান স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
কবি মুহম্মদ বাকী বিল্লাহ

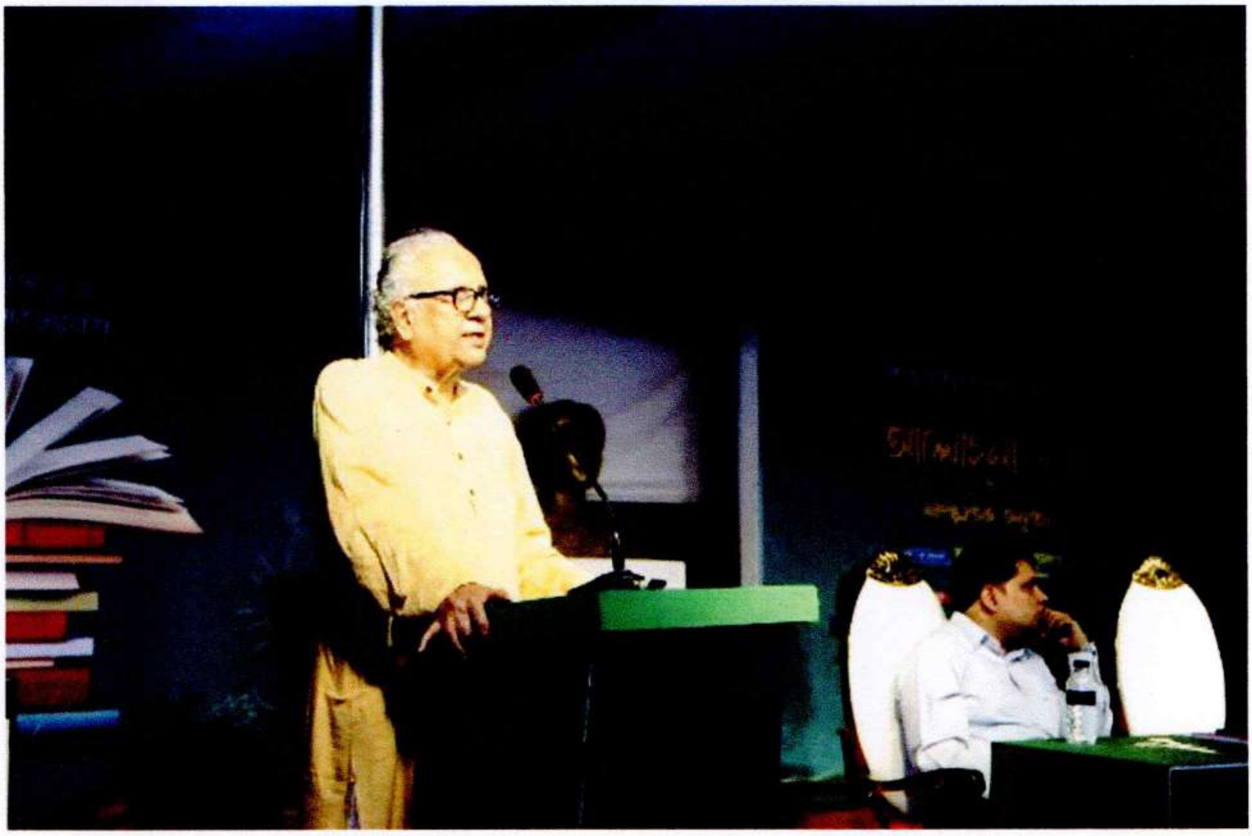

ঢাকা বিভাগীয় বইমেলায় আয়োজিত সেমিনার ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব রামেন্দু মজুমদার

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক

ঢাকার গেন্ডারিয়ায় কামাল স্মৃতি পাঠাগারে বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

বেরাইদ গণপাঠাগারে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

কালজয়ী কথাসাহিত্যিকসৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ স্মরণে আয়োজিত 'লালসালু চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার তানভীর মোকাম্মেল।

২৩ এপ্রিল 'বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে 'বইবান্ধব সমাজ-গঠনে কার্যকর কর্মকৌশলের সন্ধানে' শীর্ষক সংলাপ/মুক্ত আলোচনা

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন: স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এক বিশেষ পাঠ কার্যক্রম গ্রহণ করে। পাঠ কার্যক্রমে ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ২০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রায় ২০০ জন পাঠক-শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের ১০ জন শিক্ষার্থী 'বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি কার্যক্রম' -এ অংশগ্রহণ করে।

বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর সারাদেশের তালিকাভুক্ত বেসরকারি গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে গত ১৭-২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান খলিল আহমদ। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

১৭-২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ প্রথম পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

সনদপত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অসীম কুমার উকিল, এমপি। এই প্রশিক্ষণে ৬৫ জন গ্রন্থাগার প্রতিনিধি প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গত ১৩-১৬ মে ২০২৪ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান খলিল আহমদ।

১৬ মে ২০২৪ সনদপত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসনা জাহান খানম। প্রশিক্ষণে ৫৮ জন গ্রন্থাগার প্রতিনিধি প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৩-১৬ মে ২০২৪ তারিখে দ্বিতীয় পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের সমপানী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দিয়েছেন ইমেরিটারস অধ্যাপক

আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ: বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রকাশনাকে তুলে ধরা এবং বইয়ের বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলা, ৪৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা এবং ৪২তম আগরতলা বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২৩-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

৪৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২৪-এ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খলিল আহমদ।

৪২তম আগরতলা বইমেলা ২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন উদ্বোধন করছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা পাশে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক জনাব মিনার মনসুরসহ অতিথিবৃন্দ।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম :

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গবেষণা মঞ্জুরি/অনুদান প্রদানের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগে 'ক' ও 'খ' ক্যাটাগরিতে অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৪টি প্রশাসনিক বিভাগের (খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর) ২৫টি জেলায় 'ক' ও 'খ' ক্যাটাগরিতে অনুদানপ্রাপ্ত ৮৯টি গ্রন্থাগারের ওপর একটি প্রশ্নমালাভিত্তিক জরিপ পরিচালিত হয়। এছাড়াও আয়োজিত হয় দু' টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা। গ্রন্থাগারের পাঠক/ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের জন্য পৃথক দুটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়। গ্রন্থাগারসমূহের সেবাদানের বর্তমান ধরন, পাঠক-সন্তুষ্টির পরিমাণ, গ্রন্থাগারের শক্তি-দুর্বলতা, সেবার মানোন্নয়ন ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে পাঠকদের চাহিদা ও মতামত ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রমের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অতিথিবৃন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গ্রন্থাগার কার্যক্রমের সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে আরো জোরদার করার জন্য প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রমের সুপারিশ উপস্থাপন ও প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ অংশীজন ও গণমাধ্যমকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে গত ৩০ জুন ২০২৪ সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের সভাকক্ষে 'গবেষণা কার্যক্রমের সুপারিশ উপস্থাপন ও প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য মফিদুল হক। সভায়

গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক।

জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ১৭-১৯ মার্চ ২০২৪ টুঙ্গিপাড়ায় জেলা প্রশাসন আয়োজিত বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অংশগ্রহণ করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক নির্বাচিত গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টল পরিদর্শন করেন। এছাড়া ১৫ই আগস্ট উপলক্ষ্যে ১৮-২০ আগস্ট ২০২৩ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে তিন দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ প্রদর্শনী, মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে ১৪-১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ শিশু একাডিম প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শিশু কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থ প্রদর্শনীতে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অংশগ্রহণ করে।

অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক নির্বাচিত তিনশতাধিক গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়।

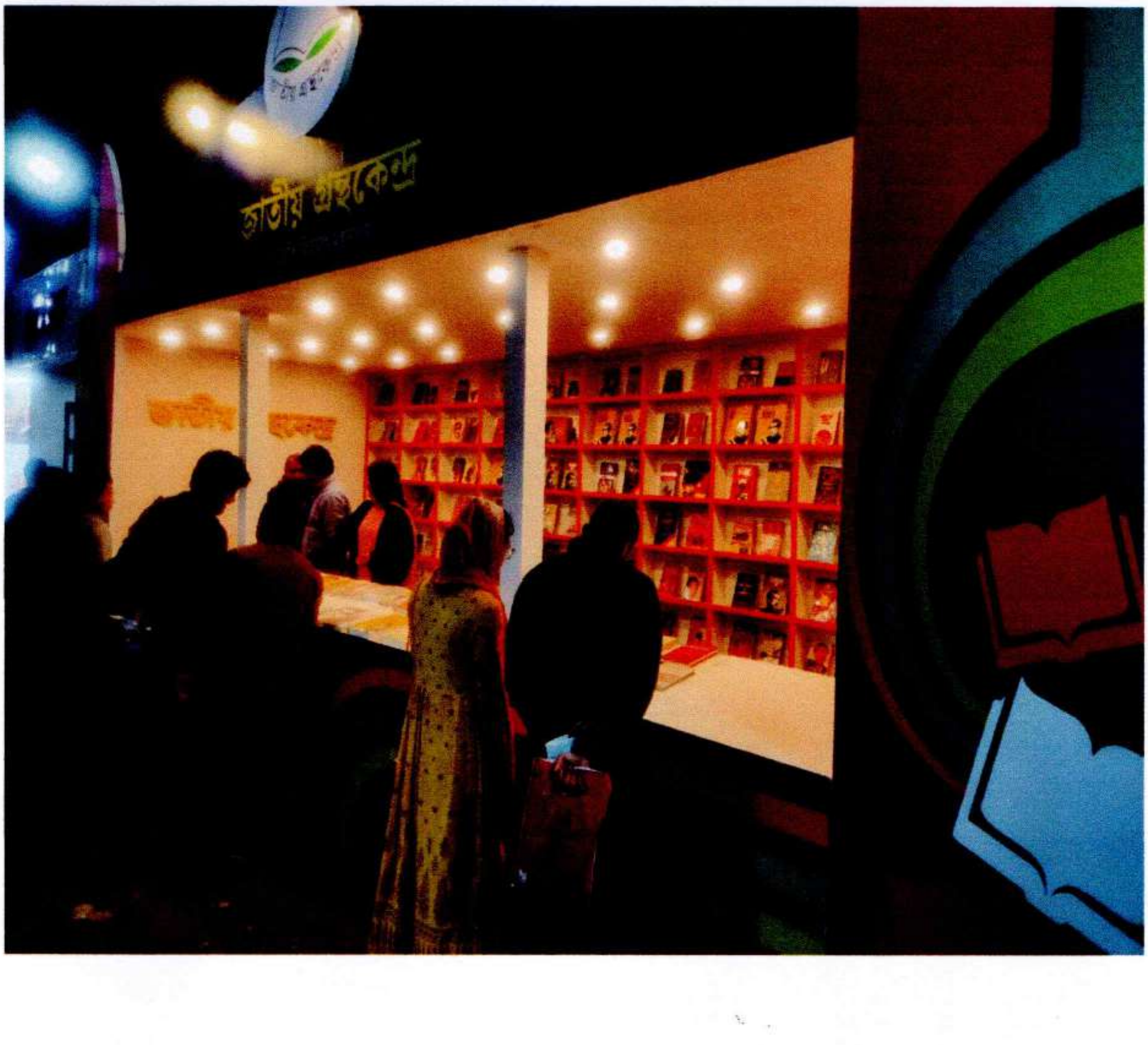

অমর একুশে বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দৃষ্টিনন্দন স্টল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক গ্রন্থাপাঠ কার্যক্রম: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকার সরকারি তিতুমীর কলেজ, নেত্রকোনার সরকারি হাজী আলী আকবর কলেজ, ঢাকার বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ এবং ময়মনসিংহের শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ। গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'শতাধিক শিক্ষার্থীকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি পাঠ করতে দেওয়া হয়। পরে সংক্ষিপ্ত পাঠ-উত্তর মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সেরা ১০ থেকে ২০ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকার সরকারি তিতুমীর কলেজে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি 'র হাত থেকে পুস্কার গ্রহণ করছেন এক বিজয়ী শিক্ষার্থী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেত্রকোনার সরকারি হাজী আলী আকবর কলেজের শিক্ষার্থীর হাতে বঙ্গবন্ধুর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বরেণ্য কবি/সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন/উদযাপন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'লেখক এবং সম্পাদক শেখ হাসিনা' শীর্ষক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে ২৯টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক/শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ উক্ত কার্যক্রমের সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান খলিল আহমদ।

অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর হাতে সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খলিল আহমদ।

জাতীয়ভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম আয়োজন: সারাদেশে রিডিং সোসাইটি গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশের ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ হতে ৪টি করে বেসরকারি গ্রন্থাগার নিয়ে মোট ৩২টি গ্রন্থাগারের অংশগ্রহণে জাতীয়ভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কর্মসূচির আয়োজন করে। গত ১৭ এপ্রিল ২০২৪ সকাল ১০:০০টায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ৮টি বিভাগের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ হতে পাঠ-প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন-উত্তর সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত পাঠক/শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম ১০ জুন ২০২৪ (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের গ্রন্থাগারসমূহ থেকে নির্বাচিত পাঠক-শিক্ষার্থী) এবং ১১ জুন ২০২৪ (ঢাকা, বরিশাল, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রন্থাগারসমূহ থেকে নির্বাচিত পাঠক-শিক্ষার্থী) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

মূল্যায়ন কার্যক্রমে বিচারক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড.কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, কথাসাহিত্যিক ঝর্না রহমান এবং সাংবাদিক আলীম-উজ-জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর। বিচারকমণ্ডলীর মূল্যায়নের ভিত্তিতে দুই ক্যাটাগরিতে সেরা ১১ জন করে সেরা ২২ জন পাঠক-শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে প্রতিটি ক্যাটাগরিতে সেরা ১০ জনকে পুরস্কার প্রদানের পরিকল্পনা থাকলেও বিচারকমণ্ডলীর প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে দুইজন সমান নম্বর প্রাপ্ত হওয়ায় সেরা ১১ জন করে ২২ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গত ২৬ জুন ২০২৪ সকাল ১০:০০টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব রাজীব কুমার সাহা। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর।

উল্লেখ্য যে প্রতি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত সেরা ১১ জন করে দুই ক্যাটাগরিতে মোট ২২ জনের প্রত্যেককে ১০,০০০/- (দশ হাজার) নগদ, ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সমমূল্যের বই এবং একটি সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া পাঠ প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্তপর্বে অংশগ্রহণকারী অবশিষ্ট পাঠক-শিক্ষার্থীদের নগদ ১০০০/- টাকা, ১,০০০/-টাকা সমমূল্যের বই এবং একটি সনদপত্র প্রদান করা হয়।

গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী পাঠক-শিক্ষার্থীর নৃত্য পরিবেশনা

মৌখিক প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করছেন অংশগ্রহণকারী পাঠক-শিক্ষার্থী

ত্রৈমাসিক 'বই' পত্রিকা প্রকাশ: দেশের প্রকাশনা জগতের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা 'বই'। গ্রন্থজগতের তথা বই ও বইয়ের জগৎ সম্পর্কিত এই মাসিক পত্রিকাটি বর্তমানে ত্রৈমাসিক সাময়িকী হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নতুন বই, লেখক, পাঠক ও গ্রন্থউন্নয়ন সম্পর্কিত লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত 'বই' প্রকাশিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পত্রিকাটির চার (৪)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

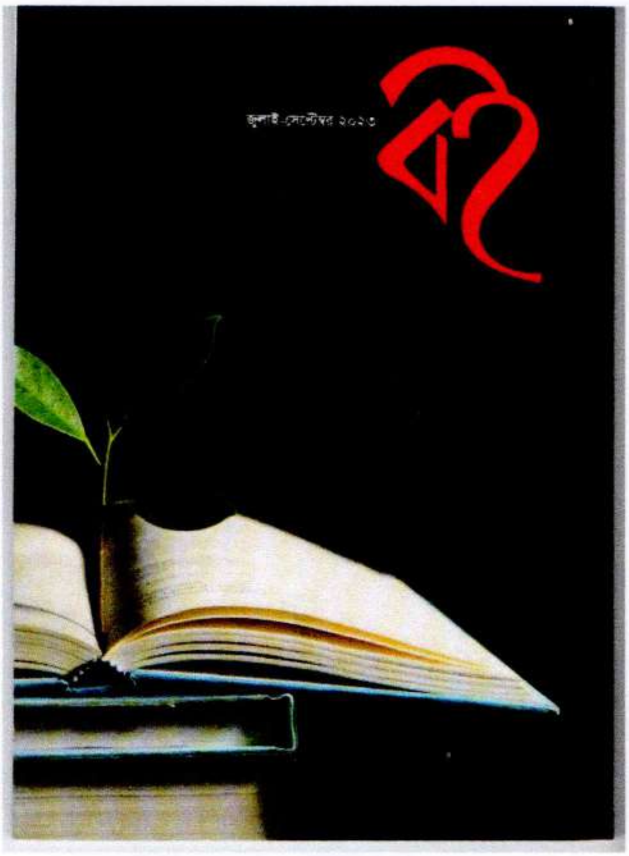

প্রথম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) সংখ্যা

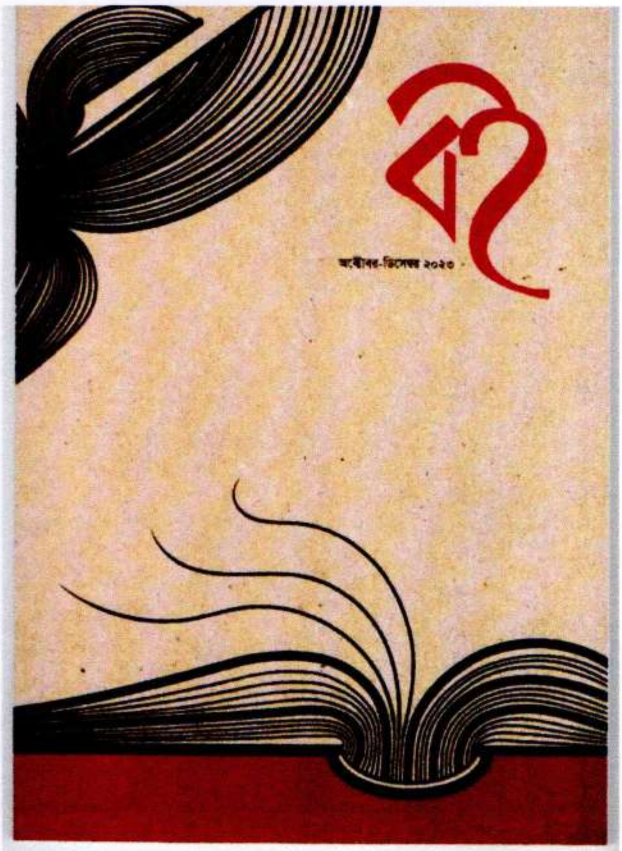

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) সংখ্যা

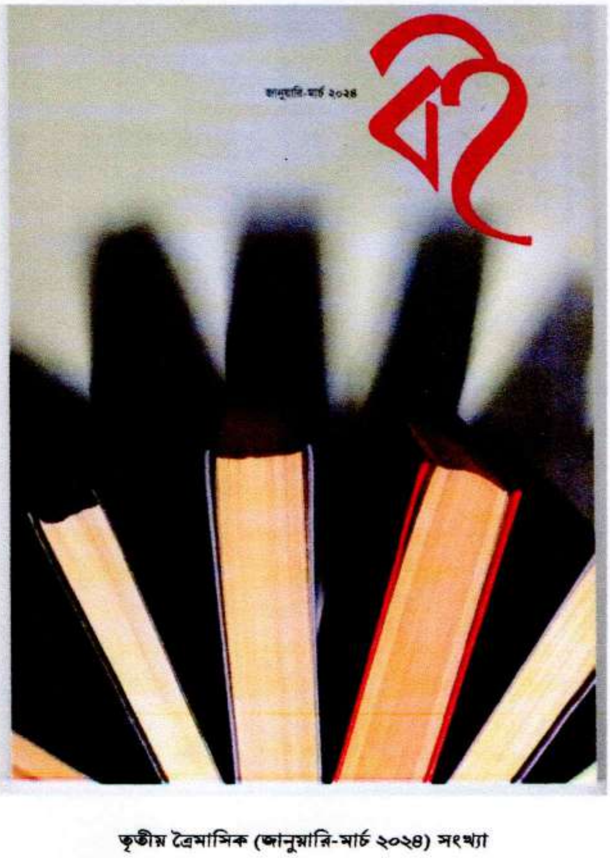

তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) সংখ্যা

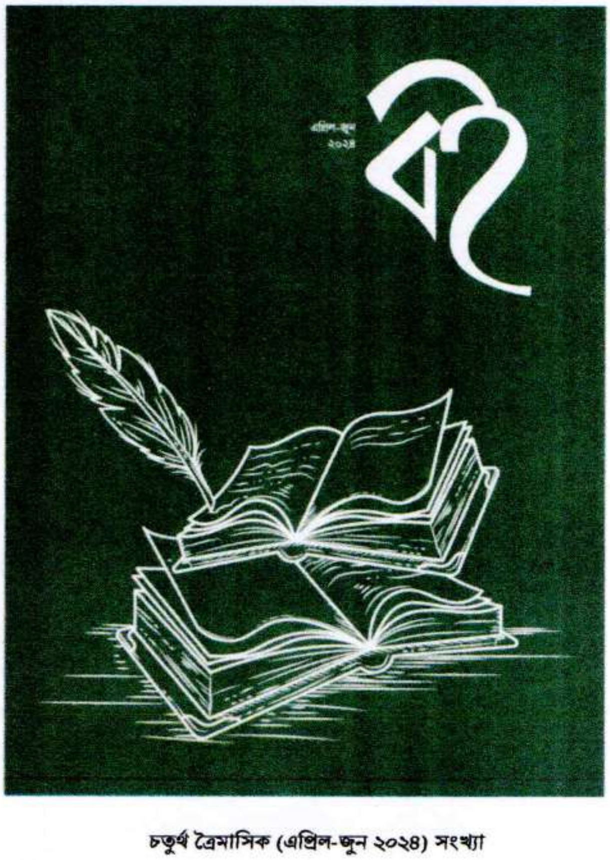

চতুর্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন ২০২৪) সংখ্যা

তরুণ প্রকাশকদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে দেশের প্রায় ২০জন তরুণ প্রকাশকের অংশগ্রহণে গত ৪-৬ জুন ২০২৪ 'সৃজনশীল প্রকাশনা খাত: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৪ এবং ৬ জুন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে এবং ৫ জুন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এই কর্মশালাটি পরিচালিত হয়। দেশের প্রকাশনা খাতের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এতে সেশন পরিচালনা করেন। তিনদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইনোভেশন, সেবা সহজিকরণ, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি, কর্মচারীদের নিয়মিত হাজিরা ও ছুটি, অর্থ ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থাসহ প্রভৃতি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ রিসোর্স পারসন হিসেবে প্রশিণার্থী/অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা:

- বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও যুব সমাজকে গ্রন্থাগারমুখী করার লক্ষ্যে অনুদান হিসেবে বেসরকারি গ্রন্থাগারে ৮০০০০ কপি গ্রন্থ সহায়তা প্রদান;
- গ্রন্থাগার/গ্রন্থ বিষয়ক ১টি তথ্যমূলক নির্দেশিকা প্রকাশ;
- বেসরকারি গ্রন্থাগারের ১২০ জন গ্রন্থাগারিক/প্রতিনিধিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশে-বিদেশে মোট ৮টি সভা/সেমিনার/আলোচনা সভার আয়োজন;
- গ্রন্থাগারে ৬৫০০ জন পাঠককে সেবা প্রদান;
- ৪টি সাময়িকী প্রকাশ;
- দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারকে তালিকাভুক্তির জন্য প্রাপ্ত ৮০% আবেদন নিষ্পত্তি;
- পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদানের জন্য প্রাপ্ত ৮০% আবেদন নিষ্পত্তি;
- বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে ৮টি বইমেলার আয়োজন;
- বিদেশে অনুষ্ঠিত ৩টি আন্তর্জাতিক বইমেলা/প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং
- পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেদনকারী গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান সংক্রান্ত প্রাপ্ত আবেদনের ৭৫% নিষ্পত্তি;
- বরেণ্য কবি/সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২টি গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের আয়োজন;
- সারাদেশের ৪০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের পাঠক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে জাতীয়ভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- ১টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

Afsana Begum
০৭-১০-২৪
(আফসানা বেগম)
পরিচালক